বর্ণানুক্রম।—নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রমে শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে—

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড-ড়
ঢ-ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম
য-য় র ল শ ষ স হ

অ্যা একটি স্বতন্ত্র স্বর, বর্ণমালায় তাহার স্থান ঐ-এর পরে হওয়া উচিত। তথাপি খুঁজিতে সুবিধা হইবে বলিয়া অ-এর শেষে দেওয়া হইয়াছে, যথা—'অহোরাত্র'-এর পর 'অ্যাঁ'। এই বর্ণের যোজ্যরূপ ্যা য-ফলা + আ-কার-এর সহিত অভিন্ন গণ্য করা হইয়াছে, যথা—'ব্যাঘ্র' এর পর 'ব্যাঙ'।

চন্দ্রবিন্দুহীন অক্ষরের পরে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত সেই অক্ষর দেওয়া হইয়াছে, যথা—'কাটা, কাঁটা, কাটারি, কাঁটি'।

বর্গীয় ও অন্তস্থ ব একসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। অধিকাংশ সংস্কৃত শব্দের আদ্য ব অন্তস্থ এবং সমস্ত অসংস্কৃত শব্দের আদ্য ব বর্গীয়। যে সংস্কৃত শব্দের আদ্য ব বর্গীয়, তাহার পূর্বে * চিহ্ন আছে। যাহার আদ্য ব বিকল্পে বর্গীয় বা অন্তস্থ হয়, তাহার পরে * চিহ্ন আছে। অসংস্কৃত শব্দের ব বর্গীয় হইলেও কোনও চিহ্ন দেওয়া হয় নাই।

ব-ফলার (বা হস্ চিহ্নের পরবর্তী ব-এর) উচ্চারণ b-এর তুল্য হইলে ফ ও ভ-এর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, যথা—'কম্ফর্টার'এর পর 'কম্বল', 'উদ্ভট' এর পূর্বে 'উদ্‌বোধ'। কিন্তু যে ব-ফলা w বা দ্বিরুক্ত বর্ণের তুল্য, তাহা ল-এর পর আছে, যথা—'বিশ্লেষ' এর পর 'বিশ্ব'।

বানান।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিহিত **বানান-পদ্ধতি সর্বত্র** অবলম্বিত হইয়াছে। একই শব্দের বিভিন্ন বানান থাকিলে **প্রচলন** বা প্রচলনযোগ্যতা অনুসারে পর পর দেওয়া হইয়াছে। একই শব্দের সাধু ও চলিত রূপ থাকিলে সাধু রূপের পর চিহ্ন দিয়া চলিত রূপ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োগে এই বিভেদ সর্বত্র মানা হয় না, অনেক চলিত রূপ আজকাল সাধুভাষাতেও চলিতেছে।

শব্দের জাতি (origin) নির্দেশের জন্য এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে—

(১) সমস্ত শব্দ মুখ্যতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, অসংস্কৃত ও